কলকাতা হাইকোর্ট

(ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার এখতিয়ার)

উপস্থিতিঃ
মহামান্য বিচারপতি সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী

২০০১ সালের সিআরআর ২৯৭৪

মেসার্স বিরলা জুট মিলস "ওয়ার্কার্স"

ভবিষ্যৎ নিধি তহবিল ট্রাস্ট এবং অন্যান্যরা

বনাম

কে. কে. সেন চৌধুরি

আবেদনকারীদের জন্য	: শ্রী সন্দিপন গাঙ্গুলি, প্রবীণ উকিল
	শ্রী অরিন্দম সেন, উকিল
	শ্রী গোবিন্দ চৌধুরী, উকিল
	শ্রী সৌরভ বসু, উকিল
বিপরীত পক্ষের জন্য	: শ্রী অনিল কুমার গুপ্ত, উকিল
শুনানি শেষ হয়েছে	: ৪ঠা অক্টোবর, ২০২৩
রায়	**: ১৯শে অক্টোবর, ২০২৩**

<u>বিচারপতি সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী :</u>

১. এটি ১৯৭৩ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে একটি আবেদন যা আবেদনকারীরা ২০০১ সালের ২১ নং অভিযোগ মামলার বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে দাখিল করেছেন। মামলাটি ১৯৫২ সালের কর্মচারী ভবিষ্য তহবিল এবং বিবিধ ভবিষ্য তহবিল আইনের ১৪(২ক) এবং ১৪ক(১) ধারার অধীনে আলিপুরের বিজ্ঞ অতিরিক্ত মুখ্য বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বিচারাধীন। এই মামলায় বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

২. সংক্ষেপে বলা হচ্ছে, একজন শ্রী কে.কে. সেন চৌধুরী, ভবিষ্যনিধি তহবিল পরিদর্শক ই.পি.এফ.ও. আঞ্চলিক কার্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ ধারা ১৪(২ক) এবং ১৪ক(১) এর অধীনে সংঘটিত অপরাধের বিচারের জন্য একটি অভিযোগের আবেদন দাখিল করেছেন

কর্মচারী ভবিষ্য তহবিল এবং বিবিধ ভবিষ্য তহবিল আইন, ১৯৫২ (এরপরে 'উল্লিখিত আইন' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), ভারত সরকার, শ্রম মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারি করা বিজ্ঞপ্তির লঙ্ঘনের অভিযোগে, যা উক্ত আইনের ধারা ১৭ (১এ)(ডি)(iii) সহ পঠিত।

৩. অভিযোগ রয়েছে যে ট্রাস্টি বোর্ড ১লা জুলাই, ১৯৯৮ থেকে ৩১শে মার্চ, ১৯৯৯ পর্যন্ত সময়ের জন্য ১২.৭৫% হারে ফেরতযোগ্য ঋণের সুদ নিতে ব্যর্থ হয়েছে, পরিবর্তে তারা ৫% হারে সুদ ধার্য করেছে। যুক্তি দেওয়া হয় যে অভিযুক্ত ব্যক্তি সব সময় ট্রাস্টি বোর্ডের দায়িত্বে ছিলেন যারা এর ব্যবসা পরিচালনার জন্য দায়বদ্ধ ছিলেন এবং এই ধরনের দায়িত্ব পালনের জন্য তারা এর তহবিল পরিচালনায় অংশ নিয়েছিলেন এবং এইভাবে তারা উক্ত আইনের ১৪ (২) এবং ১৪ (এ. এল) ধারার অধীনে অপরাধ করেছেন। এটি আরও যুক্তি দেওয়া হয় যে উপরের প্রসিকিউশনের অনুমোদন পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক কমিশনার ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভুল করেছিলেন।

৪. আলিপুরের অতিরিক্ত মুখ্য জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ২০০১ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি এই অপরাধের বিষয়টি আমলে নেন। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সমন জারি করা হয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বিজ্ঞ বিচার আদালতের এখতিয়ারে আত্মসমর্পণ করে জামিনে ভর্তি হন এবং অনুপস্থিত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়।

৫. আবেদনকারীদের পক্ষে বিদ্বান প্রবীণ আইনজীবী শ্রী সন্দিপন গাঙ্গুলি জমা দিয়েছেন যে গঠিত অভিযোগ মামলাটি রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য নয় কারণ বিদ্বান বিচারিক আদালত ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৬৮ ধারার বিধান লঙ্ঘন করে বিচার গ্রহণ করেছে। শ্রী গাঙ্গুলী দাবি করেছেন যে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা সংঘটিত

অপরাধের জন্য ছয় মাসের কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে। অতএব, ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৬৮ ধারায় বলা হয়েছে যে অভিযুক্ত অপরাধের বিচার এক বছরের বেশি নেওয়া যেত না। স্বীকারযোগ্যভাবে ২০০০ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি মামলা চালানোর অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল এবং/অথবা ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৬৮ ধারার উপ-ধারা ২ (খ)-এর অধীনে নির্ধারিত সীমাবদ্ধতার সময়সীমা অতিক্রম করে ২০০১ সালের ১৪ শতাংশ ফেব্রুয়ারি অভিযোগের আবেদন দায়ের করা হয়েছিল। শ্রী গাঙ্গুলি আরও বলেন যে বিচারিক আদালত বিচার গ্রহণ করার সময় তার বিচারিক মন প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছিল যা ২০০১ সালের অভিযোগ মামলা নং সি-২১-এর কার্যধারায় গৃহীত প্রথম আদেশ থেকে স্পষ্ট। কলকাতার হাইকোর্টের ফৌজদারি নিয়ম ও আদেশের অধীনে ১৮৩ নম্বর বিধির বিধান লঙ্ঘন করে বিজ্ঞ ট্রায়াল কোর্ট রাবার স্ট্যাম্পের ছাপের অধীনে তাঁর স্বাক্ষর রাখে যা বলেঃ-

"১৮৩ নং বিধি-বিচার বিভাগীয় বিচক্ষণতা প্রয়োগ এবং চূড়ান্ত আদেশের প্রয়োজনীয় আদেশ ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা নিজের হাতে রেকর্ড করা হবে বা তাঁর দ্বারা টাইপ করা হবে, অন্যগুলি বেঞ্চ ক্লার্ক/ কেরানি দ্বারা তাঁর বিবেচনার অধীনে রেকর্ড করা যেতে পারে।

৬. শ্রী গাঙ্গুলি আরও বলেন যে, উক্ত আইনের ধারা ১৪ক-তে বিকল্প দায়বদ্ধতার বিধান রয়েছে এবং এই বিধানটি নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট অ্যাক্টের ১৪১ অনুচ্ছেদের অধীনে নির্ধারিত বিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। উক্ত আইনের ধারা ১৪ক-তে ব্যবহৃত 'কোম্পানি' শব্দের অর্থ হল কর্পোরেট সংস্থা, একটি সংস্থা এবং ব্যক্তিদের অন্যান্য সমিতি। ট্রাস্টের বিরুদ্ধে কোম্পানি এবং ট্রাস্টিদেরকে কোম্পানির কর্মকর্তা হিসাবে বিবেচনা করে এই কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল। এন.আই আইনের ১৪১ ধারায় বলা হয়েছে

যে কোম্পানির পরিচালক যিনি কোম্পানির ব্যবসা পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন না বা দায়ী ছিলেন না, তিনি কোম্পানির দ্বারা সংঘটিত কোনো অপরাধের জন্য দায়ী থাকবেন না। এই বিধানগুলির অধীনে দায়বদ্ধতা কেবল কোম্পানির পদমর্যাদা বা পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার ভিত্তিতে উদ্ভূত হয় না। এটি প্রমাণ করতে হবে যে সেই ব্যক্তি প্রাসঙ্গিক সময়ে ব্যবসা পরিচালনার জন্য দায়বদ্ধ এবং দায়িত্বে ছিলেন। এমন কোনও পরিচালককে টেনে নিয়ে যাওয়া ন্যায়বিচারের উপহাস হবে, যিনি এমনকি প্রশ্নযুক্ত ইস্যুটির সাথেও যুক্ত নাও হতে পারেন, এই ধরনের জড়িত থাকার প্রমাণ করার জন্য কোনও উপাদানের অভাবে।

৭. শ্রী গাঙ্গুলির এই যুক্তি প্রত্যাখ্যান করে, শ্রী অনিল কুমার গুপ্ত, বিপরীত পক্ষের প্রতিনিধিত্বকারী বিদ্বান আইনজীবী জমা দিয়েছেন যে উক্ত আইনের ১৪ ধারার অধীনে সংঘটিত অপরাধ একটি অব্যাহত অপরাধ। অতএব, ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৬৮ ধারার বিধানকে কাজে লাগানো যাবে না; বরং এটি ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৭২ ধারার অধীনে পরিচালিত হবে।

৮. তাঁর বক্তব্যকে সমর্থন করার জন্য শ্রী গুপ্ত, বিপরীত পক্ষের বিদ্বান আইনজীবী ***ভাগিরথ ক্যানোরিয়া এবং অন্যান্য বনাম এমপি-রাজ্য*** এর রায়ের উপর তাঁর নির্ভরতা স্থাপন করেছেন **(১৯৮৪) ৪ এসসিসি ২২২**-এ রিপোর্ট করা হয়েছে যেখানে এটি আদেশ হয়েছেঃ-

"১৯. একটি নির্দিষ্ট অপরাধ একটি অব্যাহত অপরাধ কিনা প্রশ্নটি অবশ্যই অবশ্যই নির্ভর করবে সেই আইনের ভাষার উপর যা সেই অপরাধের সৃষ্টি করে, অপরাধের প্রকৃতি এবং সর্বোপরি, নির্দিষ্ট আইনটিকে অপরাধ হিসাবে গঠন করে যে উদ্দেশ্য অর্জন করা উচিত তার উপর। আমাদের সামনে বিষয়গুলির দিকে ফিরে, যে অপরাধের জন্য আপিলকারীদের অভিযুক্ত করা হয়েছে তা হল নির্ধারিত তারিখের আগে নিয়োগকর্তার অবদান পরিশোধে ব্যর্থতা। এই বিধানের উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য বিবেচনা

করে, যা শ্রমিকদের কল্যাণ নিশ্চিত করা, আমরা এটি ধরে রাখা অসম্ভব বলে মনে করি যে অপরাধটি অব্যাহত প্রকৃতির নয়। আপিলকারী নির্দ্বিধায় নির্ধারিত তারিখের আগে প্রভিডেন্ট ফান্ডে তাদের অবদান পরিশোধ করতে দায়বদ্ধ ছিলেন এবং নির্ধারিত তারিখের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরপরই এটি প্রদান করা তাদের ক্ষমতার মধ্যে ছিল। বিলম্বিত অর্থ প্রদান তাদের মূল অপরাধ থেকে মুক্তি দিতে পারত না তবে এটি পুনরাবৃত্তি বন্ধ করে দিত। প্রতিদিন যখন তারা তহবিলে তাদের অবদান প্রদানের বাধ্যবাধকতা মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছিল, তখন তারা একটি নতুন অপরাধ করেছিল। এটি শ্রমিকদের কল্যাণে উদ্বেগের অভাবের উপর একটি অবিশ্বাস্য প্রিমিয়াম রাখছে যে নিয়োগকর্তা যিনি প্রভিডেন্ট ফান্ডে অবদান বা কর্মচারীদের অবদান প্রদান করেননি তিনি সীমাবদ্ধতার আইন প্রয়োগ করে তার কাজের শাস্তিমূলক পরিণতি সফলভাবে এড়াতে পারেন। এই ধরনের অপরাধ অবশ্যই অব্যাহত হিসাবে বিবেচিত হতে হবে অপরাধ, যার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতার আইন প্রযোজ্য হতে পারে না।"

৯. শ্রী গুপ্ত, বিদ্বান কৌঁসুলি তাঁর বক্তব্যকে সমর্থন করার জন্য সুপ্রিম কোর্টের বিভিন্ন রায়ের উপর আরও নির্ভর করেন। **এন.কে জৈন এবং অন্যান্য বনাম সি.কে শাহ এবং অন্যান্য-এ (১৯৯১) ২ এসসিসি ৪৯৫**-এ রিপোর্ট করা হয়েছে, এন.কে জৈন (সুপ্রা) এর সাথে জড়িত ইস্যু হাতের তালিকায় জড়িত সমস্যা থেকে একেবারেই আলাদা। এন. কে. জৈন (সুপ্রা)-এ কার্যধারার রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতাকে এই আইনের ৬ ধারার বিধান মেনে চলার জন্য চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল যা বিবেচনাধীন মামলার সাথে অভিন্ন নয়।

১০. **রবীন্দ্র চামরিয়া ও অন্যান্য বনাম রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য**-এর রায় **১৯৯২ সালে** রিপোর্ট করা হয়েছে **এসইউপিপি (২) এসসিসি ১০**, এই আইনের ১৪ক ধারার অধীনে একটি কার্যধারায় কোম্পানি আইনের ৬৩৩ ধারার প্রয়োগযোগ্যতা নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল। তাই রবীন্দ্র চামরিয়া (উপরে) তে উচ্চারিত রায়টি মামলার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে কোন প্রাসঙ্গিক নয় কারণ কেউ

কোম্পানি আইনের ধারা ৬৩৩ এর অধীনে ছাড় বা সুবিধা চাইছে না।

১১. ২০০৭ সালের এস. সি. সি অনলাইন ক্যাল ৪৬৩-এ রিপোর্ট করা আঞ্জুমান টি কোম্পানি লিমিটেড ও অন্যান্য বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্য মামলায়, সমন্বিত বেঞ্চের সামনে বিষয়টি ছিল যে, যথাযথ সময়ের মধ্যে প্রভিডেন্ট ফান্ডে কর্মচারীদের অবদান জমা না করা উক্ত পরিমাণের পরবর্তী জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে বাতিল করা যেতে পারে কিনা, যেখানে বলা হয়েছে যে, রায়ের সময় শুনানির সময় আদালত কর্তৃক উক্ত তথ্যটি বিবেচনা করা উচিত। *আঞ্জুমান টি কোম্পানি লিমিটেডের* (সুপ্রা) রায়টিও এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে কোনও সাহায্য করে না।

১২. উক্ত আইনের ১৪ক (১) এবং ১৪ক (২ক) ধারার অধীনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। ধারা ১৪ক উল্লেখ করেঃ-

"১৪ক কোম্পানিগুলির দ্বারা অপরাধ-

(১) যদি এই আইন, প্রকল্প বা [পেনশন] স্কিম বা বীমা স্কিমের] অধীনে কোনও অপরাধকারী ব্যক্তি কোনও সংস্থা হন, তবে সেই সময়ে যে ব্যক্তি অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল, তিনি কোম্পানির পাশাপাশি সংস্থার ব্যবসা পরিচালনার জন্য সংস্থার দায়িত্বে ছিলেন এবং দায়বদ্ধ ছিলেন, তিনি এই অপরাধের জন্য দোষী বলে বিবেচিত হবেন এবং তদনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ ও শাস্তি পাওয়ার জন্য দায়বদ্ধ থাকবেনঃ তবে শর্ত থাকে যে এই উপ-ধারায় অন্তর্ভুক্ত কোনও কিছুই এই ধরনের ব্যক্তিকে কোনও শাস্তির জন্য দায়বদ্ধ করবে না, যদি সে প্রমাণ করে যে অপরাধটি তার অজান্তে সংঘটিত হয়েছিল বা সে সমস্ত অর্থ প্রয়োগ করেছিল। এই ধরনের অপরাধ প্রতিরোধের জন্য যথাযথ অধ্যবসায়।

(২) উপ-ধারা (১) এ যা কিছুই থাকুক না কেন, যেখানে একটি কোম্পানি [, স্কিম বা [পেনশন] স্কিম বা বীমা প্রকল্প]] আইনের অধীনে একটি

অপরাধ সংঘটিত করেছে এবং এটি প্রমাণিত হয় যে অপরাধটি কোম্পানির কোনও পরিচালক বা ম্যানেজার, সচিব বা অন্য অফিসারের সম্মতি বা সম্মতিতে করা হয়েছে, বা তার পক্ষ থেকে কোনও অবহেলার জন্য দায়ী করা যেতে পারে, এই ধরনের পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব বা অন্যান্য অফিসারকে সেই অপরাধে দোষী বলে গণ্য করা হবে এবং তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং সেই অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হবে। ব্যাখ্যা.-এই বিভাগের উদ্দেশ্যে,-

(ক) "কোম্পানি" অর্থ যে কোনও কর্পোরেট এবং একটি ফার্ম এবং ব্যক্তিদের অন্যান্য সমিতি অন্তর্ভুক্ত; এবং (খ) একটি ফার্মের ক্ষেত্রে "পরিচালক" অর্থ একটি ফার্মের অংশীদার। "

১৩. আবেদনকারীর প্রতিনিধিত্বকারী প্রবীণ কৌঁসুলি শ্রী গাঙ্গুলি যথাযথভাবে বলেছেন যে, উক্ত আইনের ১৪ক ধারার বিধানে কোনও সংস্থার আধিকারিকদের পরোক্ষ দায়বদ্ধতার বিধান রয়েছে যা খেলাপি। উক্ত আইনের ১৪ক ধারায় 'কোম্পানি' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থ কর্পোরেট সংস্থায় কোনও সংস্থা এবং ব্যক্তির অন্যান্য সমিতি এবং পরিচালক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা সংবিধানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কোনও সংস্থার ক্ষেত্রে সংস্থার অংশীদার মানে ফার্মের অংশীদার। এটি অভিযোগের আবেদনের ৩ নং অনুচ্ছেদে করা নির্দিষ্ট অভিযোগ যা একটি মুদ্রিত ফর্ম যে "২ থেকে ১২ নম্বর অভিযুক্তরা যে কোনও সময় প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে থাকা ~~ব্যক্তি~~/ব্যক্তি ~~ছিলেন~~/ছিলেন এবং তার ব্যবসা পরিচালনার জন্য দায়বদ্ধ ~~ছিলেন~~/ছিলেন এবং এই ধরনের দায়িত্ব পালনে তার ~~ব্যবসা~~ পরিচালনায় অংশ নিয়েছিলেন। ~~তিনি~~/তাদেরকে এইভাবে উল্লিখিত ~~প্রতিষ্ঠানের~~ ক্ষেত্রে উক্ত আইন এবং স্কিমের বিধানগুলি মেনে চলতে বাধ্য করা হয়েছিল যা অভিযুক্ত নং ১। "

১৪. অতএব, এটি একটি সাধারণ এবং টাকাপয়সা বিবৃতি বলে মনে হয় যা পূর্ব-মুদ্রিত অভিযোগের আবেদনে উল্লিখিত আইনের অধীনে অপরাধ গঠন করার জন্য আইন থেকে ধার করা শব্দগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা অভিযুক্ত ব্যক্তির ২ থেকে ১২ নম্বরের ভূমিকা নির্দেশ না করে এই সত্যটি প্রমাণ করার জন্য যে অভিযুক্ত অপরাধটি করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে, আবেদনকারীদের সম্মতি বা সম্মতিক্রমে করা হয়েছিল বা অপরাধটি অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যে কোনও ব্যক্তির জন্য দায়ী বা তারা অভিযুক্ত নম্বরের প্রতিদিনের কার্যকারিতার জন্য দায়বদ্ধ ছিল।

১৫. এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে বিকল্প দায়বদ্ধতার ধারণাটি শাস্তিমূলক আইনের থেকে বিচ্ছিন্ন, যদি না এটি সংবিধানে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়। এই ক্ষেত্রে ধারা ১৪ক-এর বিধানটি নিঃসন্দেহে বিকল্প দায়বদ্ধতার কথা বলে কারণ এই আইনটি নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট অ্যাক্টের ১৪১ ধারার অধীনে কোনও অপরাধে প্রযোজ্য। বেশ কয়েকটি বিচার বিভাগীয় ঘোষণার মাধ্যমে, এটি আইনের স্থির নীতিতে পরিণত হয়েছে যে অভিযোগের ক্ষেত্রে একটি টাকাপয়সা সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দেওয়া যথেষ্ট নয় যে অভিযুক্ত হিসাবে সাজানো পরিচালক পরিচালকের ভূমিকা সম্পর্কে আরও না জেনে কোম্পানির ব্যবসা পরিচালনার জন্য কোম্পানির দায়িত্বে এবং দায়বদ্ধ। কিন্তু অভিযোগটিতে উল্লেখ করা উচিত যে, কীভাবে এবং কোন পদ্ধতিতে অভিযুক্ত ব্যক্তি কোম্পানির ব্যবসা পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন বা দায়বদ্ধ ছিলেন। এটি দণ্ডবিধির কঠোর ব্যাখ্যার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, বিশেষত এই মূর্তিগুলি পরোক্ষ দায়বদ্ধতা তৈরি করে কিনা। (দেখুন ***অশোক মাল বাফনা বনাম আপার ইন্ডিয়া স্টিল এম. এফ. জি. অ্যান্ড ইং. কো. লিমিটেড***, যা **(২০১৮) ১৪ এস. সি. সি ২০২**-এ রিপোর্ট করা হয়েছে, ***ন্যাশনাল ক্ষুদ্র ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন লিমিটেড বনাম***

হরমিত সিং পেইন্টাল এবং অন্যান্য *রিপোর্ট করেছে* ***(২০১০) ৩ এসসিসি*** *৩৩০ এবং* ***এস.এম.এস ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড বনাম নীতা ভাল্লা*** *রিপোর্ট করেছে* ***(২০০৫) ৮ এসসিসি ৮৯)***

১৬. ট্রাস্ট বোর্ডের পরিচালকদের এই বিবৃতির ভিত্তিতে অভিযুক্ত করা যে, তাঁরা ব্যবসার দায়িত্বে রয়েছেন এবং ব্যবসা পরিচালনার জন্য দায়বদ্ধ, আরও না জেনে, উক্ত আইনের ১৪ক ধারার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে না।

১৭. কলকাতা হাইকোর্টের ফৌজদারি বিধি ও আদেশের ১৮৩ নং বিধিতে বলা হয়েছেঃ-

"বিধি ১৮৩. বিচার বিভাগীয় বিচক্ষণতা প্রয়োগ এবং চূড়ান্ত আদেশের প্রয়োজনীয় আদেশ ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর দ্বারা টাইপ করা নিজের হাতে রেকর্ড করবেন, অন্যগুলি বেঞ্চ ক্লার্ক দ্বারা এই বিবেচনার অধীনে রেকর্ড করা যেতে পারে।"

১৮. ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্তকে তলব করা একটি গুরুতর বিষয় এবং অভিযুক্তকে তলব করার ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ অবশ্যই মামলার তথ্য এবং তাতে প্রযোজ্য আইনের প্রতি ম্যাজিস্ট্রেটের মনের প্রয়োগকে প্রতিফলিত করবে। (দেখুন- পেপস্ট ফুডস লিমিটেড বনাম বিশেষ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট রিপোর্ট (১৯৯৮) ৫ এসসিসি ৭৪৯)

১৯. এই ক্ষেত্রে বিচারিক আদালত তথাকথিত আদেশে তাঁর স্বাক্ষর করেছে যা অন্যথায় অবৈধ এবং রাবার স্ট্যাম্পের ছাপ বলে মনে হয় এবং এটি করা হয়েছিল, যেমনটি শ্রী গাঙ্গুলি যথাযথভাবে উল্লেখ করেছেন, ফৌজদারি বিধি ও আদেশ কলকাতা হাইকোর্টের ১৮৩ বিধি লঙ্ঘন করে।

২০. সমন জারি করা একজন ব্যক্তির অধিকারকে প্রভাবিত করে এমন একটি গুরুতর বিষয়। অতএব, বিদ্বান ম্যাজিস্ট্রেটের তলব করার আদেশ অভিযুক্ত যখন মামলার তথ্যে মনের প্রয়োগ না করার প্রতিফলন ঘটায়

এবং এর জন্য প্রযোজ্য আইন, এই ধারণার কোনও দ্বিধা থাকা উচিত নয় যে এই ধরনের একটি কাজ শিখেছেন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার।

২১. উপরোক্ত পরিস্থিতিতে, আমি মনে করি যে ২০০১ সালের ২১ নং অভিযোগের মামলার ফৌজদারি কার্যধারা কার্যকর থাকতে দেওয়া উচিত নয় এবং আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করার জন্য, কার্যধারা বাতিল করার জন্য ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারার বিধান আহ্বান করা সমীচীন, যা আমি সেই অনুযায়ী করি।

২২. এই রায়ের একটি অনুলিপি তথ্য এবং প্রয়োজনীয় সম্মতির জন্য বিজ্ঞ বিচার আদালতে পাঠানো হোক।

২৩. এই রায়ের জরুরী প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতাগুলি মেনে চলার পরে পক্ষগুলিকে উপলব্ধ করা উচিত।

(বিচারপতি সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal